সেবার তালিকা

১। সার্বিক আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা।

২। জনগণের জান-মাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান।

৩। থানায় আগত সাহায্য প্রার্থীদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনগত সহায়তা (জিডি/ মামলা/ অন্যান্য) প্রদান।

৪। বিদেশে চাকুরী/ উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছুক প্রার্থীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান।

৫। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে আহত / মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভিকটিমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

৬। থানা পর্যায়ে নারী ও শিশু সহায়তা হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে নারী ও শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান।

৭। পাসপোর্ট/ ভেরিফিকেশন/ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সকল অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রদান।

৮। ব্যাংক হতে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে উক্ত টাকা নিরাপদে নেওয়ার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ এস্কর্ট প্রদান।

৯। জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও এ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রদান।

১০। ট্রাফিক বিভাগের ই-প্রসিকিউশনের মাধ্যমে পশ মেশিনের দ্বারা অতি সহজেই মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

১১। অপারেশন কন্ট্রোল অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টার কর্তৃক সিসি টিভি ক্যামেরায় মনিটরিং এর মাধ্যমে চুরি/ ছিনতাই/ ইভটিজিং/ সড়ক দূর্ঘটনা/ অজ্ঞান পার্টিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের রহস্য উৎঘাটনপূর্বক রাজশাহী মহানগরীর নিছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দ্রুত আইনগত ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১৩। সাইবার ক্রাইম ইউনিটের মাধ্যমে হারানো, চুরি যাওয়া বা ছিনতাই হওয়া মোবাইল উদ্ধারসহ মহানগরীর বিভিন্ন থানার মামলা ডিটেক্ট, বিভিন্ন সাইবার সম্পর্কিত (ফেইসবুক, মেসেঞ্জারসহ সকল সোসাল মিডিয়া) ঘটনার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

১৪। সিআরটি ইউনিট গঠনের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীতে দ্রুততার সাথে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা সম্ভব হচ্ছে।

১৫। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে কম্পিউটার ও ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়া থেকে ফরেনসিক এর মাধ্যমে-

* গোপনীয় ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা হয়।

* থাম্ব ড্রাইভ, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ এবং অন্য বৈদ্যুতিক ডিভাইসের মূল্যবান ডেটা সরংরক্ষণ ও স্থানান্তর করা হয়।

* অপরাধ ঢাকতে বা আলামত গায়েব করতে মুছে ফেলা তথ্য, সোআপ ফাইল, মেমরি ডাম্প, হার্ড ড্রাইভে ফাঁকা ফোল্ডার, প্রিন্ট স্পুলার ফাইলের ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়।